মুরগির গামবোরো রোগ ব্যবস্থাপনা

গামবোরো ভাইরাস জনিত একটি মারাত্মক রোগ যা মোরগ-মুরগির শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। সাধারনতঃ ২ হতে ৮ সপ্তাহ বয়সের বাচ্চা এ রোগে বেশী আক্রান্ত হয়।

রোগের লক্ষণঃ

- আক্রান্ত মুরগি সাদা পাতলা পায়খানা করে এবং মলদ্বার ভিজা ও মলযুক্ত থাকে;
- মলদ্বারের সন্নিকটে অবস্থিত বারসা গ্রন্থি ও পায়ের শিরা ফুলে যায়;
- ঝুঁড়িয়ে হাঁটে ও কাঁপুনি হয় এবং অতি ক্লান্তিতে মাটিতে শুয়ে পড়ে;
- শরীরে পানি স্বল্পতা দেখা দেয় এবং মৃত্যুহার ৪০-৬০% হতে পারে।

চিকিৎসাঃ এ রোগের কার্যকরী কোন চিকিৎসা নাই। পানি স্বল্পতা রোধে স্যালাইন, ইলেকট্রোলাইটস ও ভিটামিন ব্যবহার এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের সংক্রমন রোধে চিকিৎসকের পরামর্শক্রমে ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রনঃ

- সুস্থ্য মোরগ-মুরগিকে সময়মত টিকা দিতে হবে;
- আক্রান্ত মোরগ-মুরগিকে আলাদা রেখে চিকিৎসা দিতে হবে;
- খামার, খাদ্য ও পানির পাত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে এবং খামারে বহিরাগতদের প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রন করতে হবে;
- রোগাক্রান্ত মুরগির ঝাঁকে সাধারণ পানির পরিবর্তে গুড় মিশ্রিত পানি দেয়া যেতে পারে।

চিত্রঃ গামবোরো রোগে আক্রান্ত মুরগির বাচ্চা

রক্ত আমাশায় (ককসিডিওসিস) রোগ ব্যবস্থাপনা

রক্ত আমাশয় এক প্রকার প্রটোজোয়া দ্বারা সাধারণতঃ ২ মাসের কম বয়সের মুরগির বাচ্চার এই রোগ হয়। এ রোগকে ককসিডিওসিসও বলা হয়।

লক্ষণ ঃ

- আক্রান্ত মুরগির বাচ্চা লাল বা রক্তমিশ্রিত পাতলা পায়খানা করে;
- পালক ঝুলে পড়ে, বসে বসে ঝিমায়;
- বাচ্চাগুলো একত্রে জড়ো হয়ে থাকে।

চিকিৎসাঃ চিকিৎসকের পরামর্শমতে ব্যবস্থা নিতে হবে।

প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রন ঃ

- খাদ্যে নির্দিষ্ট পরিমান ককসিডিওষ্ট্যাট ঔষধ সরবরাহ করতে হবে;
- জীবাণুনাশক ঔষধ দিয়ে নিয়মিতভাবে বাসস্থান, খাবার পাত্র ও পানির পাত্র পরিষ্কার করতে হবে;
- ভ্যাকসিন ব্যবহার করা যায়।

চিত্রঃ ককসিডিওসিস রোগে আক্রান্ত মুরগি

ফাউল কলেরা রোগ ব্যবস্থাপনা

ফাউল কলেরা মুরগির একটি ব্যাকটেরিয়াজনিত অত্যান্ত সংক্রামক রোগ। তিন মাসের উর্দ্ধে এ রোগ বেশী হয়ে থাকে। গরমে এ রোগের প্রকোপ বেশী হয়। এ রোগে মৃত্যু হার বেশী।

রোগের লক্ষণঃ

তাপমাত্রা বেড়ে যায়, ক্ষুধা মন্দা, মুখ দিয়ে লালা পড়ে; দুর্গন্ধযুক্ত পায়খানা হয়; পালক উস্কো-খুস্কো দেখায়; শ্বাস কষ্ট হয়; ঝুটি, কানের লতি ও গলকম্বলে পানি জমে ও নীলাভ রং ধারণ করে।

চিকিৎসাঃ লক্ষণ দেখা দেয়ার সাথে সাথে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রন ঃ

- সুস্থ্য মোরগ-মুরগিকে সময়মত টিকা দিতে হবে;
- আক্রান্ত মোরগ-মুরগিকে আলাদা রেখে চিকিৎসা দিতে হবে;
- খামার, খাদ্য ও পানির পাত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

মুরগির রোগ বালাই প্রতিরোধে টিকা প্রদান কার্যক্রমঃ

টিকার নাম	প্রয়োগ বয়স	মাত্রা ও প্রয়োগ স্থান	কার্যকাল
বিসিআরডিভি	১ম ডোজ-৩-৫ দিন ২য় ডোজঃ ২১ দিন	চোখে ১ ফোটা	২ মাস
গামবোরো	১২-২০ দিন	চোখে ১ ফোটা	৬ মাস
ফাউল পক্স	৩৫ দিন	০.০২ সিসি পাখার নিচের চামড়ায়	আজীবন
আরডিভি	৫৫-৬০ দিন	১ সিসি রানের মাংসে	৬ মাস
সালমোনেলা	৪২-৪৫	০.৫ সিসি ঘাড়ের চামড়ার নীচে	৬ মাস
ফাউল কলেরা	৫৫-৬০দিন	১ সিসি চামড়ার নীচে	৬ মাস

প্রকাশনায়ঃ প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি)
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
প্রকাশকাল: নভেম্বর, ২০২১

হাঁস-মুরগির সাধারন রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থাপনা

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি)
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

মুরগির রাণীক্ষেত রোগ ব্যবস্থাপনা

রাণীক্ষেত রোগ মুরগি তথা পাখি জাতের প্রাণির ভাইরাস জনিত একটি মারাত্মক রোগ। এ রোগকে ইংরেজীতে নিউ ক্যাসেল ডিজিজ বলে। যে কোন বয়সের মুরগিই এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে। বাচ্চা মুরগিতে এ রোগের মৃত্যুর হার শতকরা ৯০ ভাগের উপর। বয়স্ক মুরগিতে মৃত্যুর হার কিছুটা কম। ডিম পাড়া মুরগীর ডিম উৎপাদন কমে যায়।

রোগের লক্ষণ ঃ

- মুরগির পা ও পাখা অবশ হয়ে যায়। ঝিমানো ভাব দেখা দেয়, ঘাড় বাঁকিয়ে থাকে এবং অনেক সময় মুরগি বৃত্তাকারে ঘুরতে থাকে।
- চুনের পানির মত সাদা ও সবুজ রঙের পাতলা পায়খানা হতে থাকে এবং শরীরে পানি শূন্যতা হয়ে থাকে এবং মুরগি তখন প্রচুর পরিমানে পানি খেতে চায়।
- শ্বাস কষ্ট দেখা দেয় এবং মুরগি মুখ হা করে শ্বাস নেয়।

চিত্রঃ রাণীক্ষেত রোগে আক্রান্ত মুরগি

রোগ বিস্তারের কারণ ঃ শেডে মুরগির ঘনত্ব বেশী হলে; ঘর বা আশে পাশের পরিবেশ অপরিষ্কার থাকলে; বিভিন্ন বয়সের মুরগি এক সাথে পালন করলে; খামারে অবাধে বন্য পাখি প্রবেশ করলে; খামারে অল ইন অল আউট পদ্ধতি অনুসরণ না করলে।

চিকিৎসাঃ মুরগির রাণীক্ষেত রোগ ভাইরাসজনিত বিধায় চিকিৎসায় ভালো ফল পাওয়া যায়না উপরন্তু চিকিৎসায় অর্থনৈতিকভাবে প্রচুর ক্ষতি হয়ে থাকে।

রোগ প্রতিরোধঃ রাণীক্ষেত রোগ প্রতিরোধের টিকা প্রদান সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। নিয়মিত এবং সঠিক নিয়মে টিকা প্রদান করলে রাণীক্ষেত রোগ থেকে মুরগিকে অনেকাংশে রক্ষা করা সম্ভব।

মুরগির বসন্ত রোগ ব্যবস্থাপনা

মুরগির বসন্ত একটি ভাইরাসজনীত রোগ যা মুরগি, টার্কি, কবুতর সহ অন্যান্য পাখিকে আক্রান্ত করে।

রোগের লক্ষণঃ

- চামড়ার উপরে বিশেষ করে পালকহীন স্থানে ফোস্কার ন্যায় ক্ষতের সৃষ্টি করে।
- গলায় ও শ্বাসনালীতে দুধের সরের ন্যায় পদার্থ দেখা যায়।
- চামড়ার ক্ষতের লক্ষণ বেশীরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় তবে দুই ধরনের লক্ষণই একইসাথে দেখা দিতে পারে।
- চোখের প্রদাহ, চোখে ময়লা তৈরী হওয়া ইত্যাদি লক্ষণ দেখা যায়।
- খাবার কম খায় বা খাদ্য গ্রহণ বন্ধ করে দেয়।

চিত্রঃ বসন্ত রোগে আক্রান্ত মুরগি

রোগ বিস্তারের কারণঃ মুরগির বসন্ত রোগের ভাইরাস সাধারণতঃ মশা, মাছি বা অন্যান্য পোকা-মাকড়ের মাধ্যমে ছড়িয়ে থাকে। একবার এ রোগ খামারে দেখা দিলে দীর্ঘ দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

চিকিৎসাঃ ক্ষতস্থানে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট, পভিডিন আয়োডিন লাগালে ক্ষত দ্রুত শুকিয়ে যায়। তাছাড়া প্রাণি চিকিৎসকের পরামর্শে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

রোগ প্রতিরোধঃ রোগ প্রতিরোধ হিসাবে টিকা প্রয়োগ সবথেকে উত্তম উপায়। খামারের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও জীবনিরাপত্তা জোরদারের মাধ্যমে এ রোগ প্রতিরোধ করা যায়।

হাঁস-মুরগির এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ ব্যবস্থাপনা

এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা একটা মারাত্মক সংক্রামক ভাইরাস রোগ। হাঁস-মুরগী, টার্কি, কোয়েল, গিনি ফাউলসহ প্রায় সকল পাখি এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে মানুষসহ অন্যান্য স্তন্য পায়ী প্রাণিতে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা সংক্রমন হতে পারে।

রোগ সংক্রমনঃ সাধারণতঃ বন্য পাখি এ ভাইরাস বহন করে এবং এদের মাধ্যমে রোগটি হাঁস-মুরগীসহ অন্যান্য পাখিতে ছড়ায়।

রোগের লক্ষণঃ

- মুরগির পালক উসকো-খুসকো হয় এবং পায়ের নলাতে কালচে দাগ দেখা যায়;
- পাতলা খোসাওয়ালা ডিম পাড়া এবং হঠাৎ ডিম উৎপাদন একেবারে কমে যায়;
- মাথা ও গলার ফুল কালচে-নীল বা পার্পেল রং হয়ে যায়;
- মাথা, চোখের পাতা, গলার ফুল ও হাঁটু ফুলে যায় ও ডায়রিয়া দেখা দেয়;
- মুরগি ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে এবং শ্বাস কষ্ট হয়।

চিত্রঃ এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে আক্রান্ত মুরগি

রোগ প্রতিরোধ ঃ

- টিকা প্রয়োগ; - জীব নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;
- সঠিক পুষ্টি ও ব্যবস্থাপনা; - বন্য পাখি নিয়ন্ত্রণ;
- একসাথে সকল মুরগী প্রবেশ ও বাহির নিয়ম মেনে খামার ব্যবস্থাপনা।

হাঁস-মুরগির সালমোনেলা রোগ ব্যবস্থাপনা

সালমোনিলোসিস হাঁস-মুরগির একটি অস্থির ব্যাকটেরিয়া জীবাণু ঘটিত রোগ। সালমোনিলোসিস মুরগির জন্য খুব মারাত্মক রোগ না হলেও খুব জটিল প্রকৃতির। এ রোগের অপর নাম পুলোরাম রোগ।

রোগের লক্ষণঃ খুব বেশী রোগ লক্ষণ প্রকাশ পায়না তবে নিচের লক্ষণগুলো দেখা যায়-

- দুর্বলতা প্রকাশ পায় ও বিষন্নতা দেখা দেয়, খাদ্যে অরুচি হয়;
- তাপের দিকে গাদাগাদি করে অবস্থান করে, চোখ বুজে ঝিমুতে থাকে;
- পানির মত পাতলা পায়খানা ও শরীরে পানি শূন্যতা দেখা দেয়।

রোগ সংক্রমণঃ ডিম-মাংসে, খামার পরিচর্যা, হেচারী পরিচর্যা, পরিবহন ক্ষেত্রে মানুষে রোগ জীবাণু সংক্রমণ ঘটার সম্ভাবনা থাকে।

রোগের প্রতিরোধ ব্যবস্থাঃ

- নিয়মিত প্রতিশেধক টিকা প্রয়োগ করতে হবে এবং খামারের জীব নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে;
- খামারের যন্ত্রপাতি, ব্যবহার্য দ্রব্যাদি পরিষ্কার- পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে;
- খামারে ইঁদুর ও অন্যান্য বন্য প্রাণীর প্রবেশ প্রতিরোধ করতে হবে;
- জীবাণুমুক্ত উৎস হতে খাদ্য উপাদান সংগ্রহ করতে হবে।

চিত্রঃ সালমোনেলা রোগে আক্রান্ত মুরগি